POLICY@SUSSEX

নীতিমালা সুপারিশ

জুন ২০২৫

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে ন্যায্য রূপান্তর: বাংলাদেশ অ্যাকর্ড থেকে শিক্ষা

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে ‘ন্যায্য রূপান্তর’

তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে বাংলাদেশকে অবশ্যই তার জলবায়ু সংকটের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। পরিবেশগত, সামাজিক এবং অটোমেশনসহ প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি শ্রমিকদের মর্যাদাপূর্ণ কাজের অধিকার ও কর্মক্ষেত্রে তাদের মতামত প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই স্বল্পকার্বন নিঃসরণ, জলবায়ু-সহনশীল অর্থনীতিতে ন্যায্য রূপান্তর নিশ্চিত করা সম্ভব।

পোশাক শিল্পের ‘ন্যায্য রূপান্তরে’ প্রতিবন্ধকতা

‘ন্যায্য রূপান্তর’-এর প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে ‘ফাস্ট ফ্যাশনে’র নিরন্তর বৈশ্বিক চাহিদা, অল্প মজুরি ও মুনাফার হার, শ্রম আইনের প্রয়োগের অভাব, দর-কষাকষিতে শ্রমিকদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, এবং সবুজ অবকাঠামোর অনুপস্থিতি। শিল্প অংশীদারদের মধ্যে অনেকেই ‘ন্যায্য রূপান্তর’-এর ধারণা, এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে অজানা থাকতে পারেন।

এসব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠার জন্য আরও শক্তিশালী শ্রম সুরক্ষা, সবুজ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ, শ্রমিক ও নিয়োগকারীর মধ্যে কার্যকর সামাজিক সংলাপ, এবং ন্যায্য উৎপাদন মূল্য ও শ্রম ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক সমর্থন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি ব্যবসা অংশীদারগণ, ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহের সহযোগিতা অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে **ন্যায্য রূপান্তর** বলতে টেকসই ও পরিবেশ-বান্ধব কার্যপ্রণালি গ্রহণের পাশাপাশি শ্রমিকদের মর্যাদাপূর্ণ ও সুরক্ষিত কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চিত করাকে বোঝানো হয়।
- এই **ন্যায্য রূপান্তর** বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল শিল্প অংশীদার এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি অপরিহার্য।
- **বাংলাদেশ অ্যাকর্ড** যেভাবে শিল্প নিরাপত্তার পরিবর্তন করেছে তা একটি বহু-অংশীদারিমূলক আন্তর্জাতিক উদ্যোগ হিসেবে ন্যায্য রূপান্তরকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে কাজ করবে।

লেখকবৃন্দ

ড. রেবেকা প্রেন্টিস
নৃবিজ্ঞান বিভাগ, স্কুল অফ গ্লোবাল স্টাডিজ
সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য
r.j.prentice@sussex.ac.uk

ড. হাসান আশরাফ
নৃবিজ্ঞান বিভাগ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
hasanashraf@juniv.edu

ড. শায়ামান বিক্রমাসিংহা
ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সাসেক্স বিজনেস স্কুল
সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য
s.wickramasinghe@sussex.ac.uk

UNIVERSITY OF SUSSEX

অ্যাকর্ড হতে শিক্ষা

২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধ্বসের প্রেক্ষিতে তৈরি 'অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ' ছিল 'কারখানা নিরাপত্তা' পরিদর্শন ও সংস্কারের লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন এবং বৈশ্বিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে সম্পাদিত একটি পাঁচ বছর মেয়াদী আইনি বাধ্যতামূলক চুক্তি। অ্যাকর্ড প্রায় ১,৫০০ পরিদর্শিত কারখানায় নিরাপত্তা কমিটি এবং শ্রমিকদের জন্য একটি স্বাধীন অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করে। ২০২০ সালে অ্যাকর্ডের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে বাংলাদেশের ত্রিপক্ষীয় নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ সংস্থা 'আরএমজি সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিল (আরএসসি)-এর' কাছে হস্তান্তর করা হয়।

অ্যাকর্ডের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে গঠিত একটি প্রয়োগযোগ্য ও বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তি হিসেবে, অ্যাকর্ড বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলিকে বাংলাদেশে তাদের সোর্সিং পরিমাণ বজায় রাখা এবং অংশগ্রহণকারী সরবরাহকারী কারখানাসমূহের সাথে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে। ফলে, একই কারখানায় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পরস্পরবিরোধী নানা নিরাপত্তা মান বাস্তবায়নের জটিলতা এড়িয়ে একটি নির্দিষ্ট নিরাপত্তা মান উন্নীতকারী কমপ্লায়েন্ট কারখানার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শ্রম অধিকার চর্চায় জ্ঞান ও দক্ষতা তৈরির প্রক্রিয়ায় শ্রমিক প্রতিনিধিগণ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। অ্যাকর্ডের তৈরি কর্পোরেট দায়বদ্ধতার মডেলটি পরবর্তীতে ইউরোপের সরবরাহ চেইনে ডিউ ডিলিজেন্স সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

অ্যাকর্ড শিল্প নিরাপত্তা উন্নীতকরণ, বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলোর সুনাম এবং 'মেড ইন বাংলাদেশ' লেবেলে আস্থা বৃদ্ধি করে, তবে সমালোচনারও মুখোমুখি হয়। বাংলাদেশ সরকার এবং পোশাক প্রস্তুতকারকগণকে অ্যাকর্ড পরিচালনা পর্ষদে এবং গৃহীত মূল সিদ্ধান্তগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, যা অ্যাকর্ডের জাতীয় পর্যায়ের সমর্থন ও দীর্ঘস্থায়ীতায় ব্যাঘাত ঘটায়। অ্যাকর্ডের অর্থায়ন সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাসমূহ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত না হওয়ায়, ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব কার — তা নিয়ে পোশাক প্রস্তুতকারক ও ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। অ্যাকর্ড নিরাপত্তাকে প্রধানত একটি কারিগরি বিষয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিল, লিঙ্গ-অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শ্রমিক কল্যাণের সামগ্রিক ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। পাশাপাশি, ব্র্যান্ডগুলোর খরচ-সাশ্রয়ী সোর্সিং কৌশলের ফলে উৎপাদন খরচ, মজুরি এবং শ্রম অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব অব্যাহত থাকে।

বাংলাদেশ অ্যাকর্ডের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব

বৈশ্বিক উদ্যোগে অ্যাকর্ড তৈরি হয়েছিল এক সংকটময় মুহূর্তে, যাকে পরবর্তীতে স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় ভবিষ্যৎ উদ্যোগসমূহে এবং বৈশ্বিক পোশাক শিল্পের ন্যায্য রূপান্তর নিশ্চিত করতে অ্যাকর্ডের লক্ষ্য, চেষ্টা এবং অর্জনের পাশাপাশি এর ঘাটতি ও ত্রুটিগুলো থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে।

একটি 'ন্যায্য রূপান্তরে'র জন্য শিক্ষণীয় পাঠ

- **শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়নে যুক্ত করা** – অ্যাকর্ড দেখিয়েছে যে শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলো শিল্প সংস্কারে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে
- **স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা তৈরি** – পোশাক প্রস্তুতকারক, ট্রেড ইউনিয়ন, এবং সরকারসহ ত্রিপক্ষীয় সক্ষমতা এবং সামাজিক সংলাপের উপর ন্যায্য রূপান্তর নির্ভর করে
- **বাংলাদেশে সোর্সিং পরিমাণ বজায় রাখতে ব্র্যান্ডদের প্রতিশ্রুতি** - মূলধন বা বিনিয়োগ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া নয়, বরং সোর্সিং এর প্রতিশ্রুতি রক্ষার মাধ্যমেই শিল্প অংশীদারদের ভেতর আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি হয়
- **পোশাক কারখানার ওপর ব্র্যান্ডদের নানাবিধ চাহিদার সমন্বয়, এবং ব্যয়ে অংশ নেয়া** – একাধিক বায়াররা যখন তাদের নানাবিধ চাহিদার সমন্বয় করে, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যয় ভাগাভাগি করে নেয়, তখন পোশাক প্রস্তুতকারকগণ সহযোগিতায় সবচেয়ে ভালো সাড়া দেন
- **নীতিমালার লিঙ্গভিত্তিক প্রভাব বিবেচনা করা** – কারখানা সংস্কার, তা নিরাপদ কর্মস্থল বা নিয়োগের উপর অটোমেশনের প্রভাব যাই হোক না কেনো, এগুলো নারী ও পুরুষকে আলাদা আলাদা ভাবে প্রভাবিত করে
- **অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া অংশীদারদের দায়বদ্ধ রাখতে পারে** – অ্যাকর্ডের অভিযোগ উত্থাপনে উৎসাহিতকরণ, পর্যালোচনা, এবং সমাধানের কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি শ্রমিকদের মতামত সামনে এনেছে, এবং একই সাথে অভিযোগ উত্থাপনকারীদের সুরক্ষা প্রদান করে
- **কিভাবে আইনি প্রক্রিয়া ন্যায্য রূপান্তরকে সহায়তা করতে পারে তা চিহ্নিত করা** – আন্তর্জাতিক পর্যায় (যেমন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আমদানি বিধিমালা) এবং বাংলাদেশ, উভয় ক্ষেত্রেই শ্রম এবং পরিবেশ সংক্রান্ত নতুন নীতি ও আইন প্রণয়ন ন্যায্য রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার সুযোগ করে দিতে পারে

References: Anner, M. et al., 'Toward joint liability in global supply chains: addressing the root causes of labor violations in international subcontracting networks,' *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 2013; Kang, Y., 'The rise, demise and replacement of the Bangladesh experiment in transnational labour regulation,' *International Labour Review*, 2021; Wickramasingha, S. 'Multi-stakeholder initiatives through the lens of labour regimes: towards a heuristic analytical framework,' Geoforum, 2022.

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা: সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের নলেজ এক্সচেঞ্জ এবং ইমপ্যাক্ট (কেইআই) পলিসি ফেলোশিপ (প্রেন্টিস), ইএসআরসি নিউ ইনভেস্টিগেটর গ্রান্ট ES/W01212X/1-2 (বিক্রমাসিংহা), এবং যে সকল মনযোগী পাঠক পূর্ববর্তী খসড়াগুলোয় নানা গঠনমূলক মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন: আদিবা আফরোজ, আবিল আমিন, আনা ব্রাইআ, মুনির উদ্দিন শামিম, আয়েশা সিদ্দিকা, ও জর্জ উলিয়ামস। বাংলা তর্জমায় মতামত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন: মাহ্‌জাবীন আঁখি, ফাতেমা আরশি, ও সারা নূর। চূড়ান্ত সুপারিশে উপস্থাপিত মতামত ও বিশ্লেষণ লেখকবৃন্দের নিজস্ব।